শিক্ষকের ধারণা (Concept of Teacher)

শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষক। শিক্ষাকে একটি 'ত্রিমুখী প্রক্রিয়া' হিসেবে বিবেচনা করলে শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান অনুভব করা সম্ভব হয়। প্রাচীনকালের শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও শিক্ষকের স্থান সর্বদাই অনস্বীকার্য। শিক্ষকের মাধ্যমেই সামগ্রিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (Teaching-learning Process) অগ্রসর হয়। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নির্ভর করে শিক্ষকের দক্ষতার ওপর। বর্তমানে শিক্ষক মহাশয় শুধু শিক্ষার্থীকে জ্ঞানার্জনেই সাহায্য করেন না, তিনি হলেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, হিতৈষী, সহায়ক এবং পথপ্রদর্শক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় হলেন প্রধান কান্ডারি। জন অ্যাডামস্ (John Adams) শিক্ষককে 'Maker of man' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন-"He is the torch bearer of the race and guardian of the future mankind", অর্থাৎ শিক্ষালয়ে সমাজের একজন পরিচালক হিসেবে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের বাঞ্ছনীয় পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেন।

শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি (Qualities and Duties of a Good Teacher):

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা নির্ভর করে শিক্ষকের গুণাবলির ওপর। একজন আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলির ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ (alround develop-ment)। এজন্যে একবিংশ শতাব্দীতেও শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সুশিক্ষক কাম্য। একজন সুশিক্ষকের যেসব গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা মূলত তিনটি দিক দিয়ে বিচার করা যায়- (a) ব্যক্তিগত গুণাবলি (Personal Qualities), (b) পেশাগত গুণাবলি (Professional Qualities), (c) নাগরিক গুণাবলি (Qualities as a citizen)। এই গুণাবলি আলোচনা করা হল-

ব্যক্তিগত গুণাবলি (Personal Qualities):

1. আদর্শ চরিত্র (Ideal Character): একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বাগ্রে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি 'Role model' হিসেবে অনুসরণীয় হবেন। যেহেতু শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দায়িত্ব শিক্ষককে গ্রহণ করতে হয়, তাই তিনি হবেন দায়িত্ববান এবং যত্নশীল।

2. নিয়মানুবর্তী (Observer of rule): একজন আদর্শ শিক্ষক প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম অনুসরণ করে কর্মসম্পাদন করবেন। প্রতিটি পরিস্থিতিতে সত্য-মিথ্যা যাচাই করে তিনি ন্যায়পরায়ণতা অনুযায়ী নিয়মমাফিক কর্মসম্পাদনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন। তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাপেক্ষে ছাত্র মঙ্গলের জন্য বা বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে তিনি প্রথাসিদ্ধ নিয়মের বাইরে গিয়েও দায়িত্বপালন করতে পারেন।

3. স্বাস্থ্যবান (Healthy): শিক্ষককে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং বাইরে শিক্ষকমহাশয়কে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালন করতে হয়। এইসকল বহুমুখী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা যাতে কোনো প্রতিবন্ধক হিসেবে না দাঁড়ায়, সেই জন্য তিনি সুস্বাস্থ্যপূর্ণ ব্যক্তি হবেন।

4. প্রগতিশীল (Progressive): একজন আদর্শ শিক্ষক তার চিন্তা, আচরণ এবং কর্মে প্রগতিশীল হবেন। তিনি কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, কূপমণ্ডুকতার ঊর্ধ্বে উঠে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার অধিকারী হবেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি হবে উদার এবং ব্যাপক। তিনি ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় সমষ্টির স্বার্থ অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

5. বিচক্ষণ (Judgemental ability): শিক্ষক হবেন সুবিবেচক। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে একাধিক বিষয় সুবিবেচনা করে কর্মসম্পাদন করবেন। তিনি শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিচক্ষণতাপূর্ণ আচরণ সম্পাদন না করে বৃহত্তর সমাজেও তার বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতা প্রয়োগ করে একজন আদর্শ শিক্ষকের পরিচায়ক হয়ে উঠবেন।

6. ধৈর্যশীল (Tenacious): শিক্ষকের ওপর যেহেতু নানাবিধ দায়িত্ব অর্পিত থাকে, তাই সেসকল দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে কর্মসম্পাদন করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতি আচরণ সম্পাদনের ক্ষেত্রেও তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে।

7. ছাত্রপ্রেমী (Student friendly): সাধারণত সেই সকল শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ মর্যাদা পান যাঁরা শিক্ষার্থীদের অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। এইজন্য প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নশীল এবং অনুরাগী হবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিজ পরিবারের সদস্যদের ন্যায় ভালোবাসবেন।

8. উন্নত জীবনাদর্শ (Advanced Ideology): শিক্ষকমহাশয় উন্নত জীবনাদর্শের অধিকারী হবেন। তাঁর আদর্শ এমন হবে যা শিক্ষার্থীদের কাছে অনুসরণযোগ্য হয়। শিক্ষকতাকে শুধুমাত্র একটি পেশা হিসেবে বিবেচনা না করে তিনি এটিকে সমাজসেবার দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করবেন। তিনি তাঁর উন্নত জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করবেন।

9. পেশাগত গুণাবলি (Professional Qualities) : একজন আদর্শ শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলির পাশাপাশি পেশাগত গুণাবলিও অবশ্যই থাকা উচিত। পেশাগত দক্ষতা এবং সততা একজন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করতে পারে। যে সকল পেশাগত গুণাবলি একজন শিক্ষকের অবশ্যই থাকা প্রয়োজন তা হল-

10. বিষয়বস্তুগত জ্ঞান (Content knowledge): শিক্ষকমহাশয় যে বিষয়ে পাঠদান করবেন সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকা উচিত। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক গভীর জ্ঞান শিক্ষককে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর মনের জ্ঞান-পিপাসা মেটানোর জন্যই প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ দক্ষতা অর্জন করা।

11. মনোবিদ্যার জ্ঞান (Knowledge on psychology): রুশোর মতে, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীকে ভালো করে বোঝা। তাঁর মতে শিক্ষার্থী হল শিক্ষকের কাছে একটি পুস্তকের ন্যায়, যা তিনি খুব ভালোভাবে পাঠ করবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, চাহিদা, সামর্থ্য প্রভৃতি যাচাই করে প্রতিটি শিশুকে উপযুক্ত জ্ঞান কার্যকারীভাবে প্রদান করার জন্য শিক্ষকের অবশ্যই মনোবিজ্ঞানের ধারণা থাকা উচিত।

12. শিক্ষণ পদ্ধতির জ্ঞান (Knowledge of teaching method): শুধুমাত্র মনোবিদ্যার জ্ঞান এবং বিষয়বস্তুগত জ্ঞান একজন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করতে পারে না। শিক্ষকের একই সঙ্গে শিক্ষণ দক্ষতাও থাকা উচিত। অর্থাৎ কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে তা শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তা শিক্ষকমহাশয়কে স্থির করতে হবে। এজন্যই শিক্ষণ পদ্ধতির পরিপূর্ণ জ্ঞান, শিক্ষার্থীর বয়স, দক্ষতা প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে যে শিক্ষণ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য সেই পদ্ধতিই শিক্ষকমহাশয় অনুসরণ করবেন।

13. মূল্যায়ন সম্পর্কিত জ্ঞান (Evaluation related knowledge): শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া কতগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা হয়। তাই নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন হল কিনা তা পাঠ সমাপ্তির পর যাচাই করা উচিত। অর্থাৎ পাঠদানের পূর্বে এবং পরে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষকের মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষণ কার্যের গুণগত মান যাচাই করতে পারবে।

14. সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার দক্ষতা (Ability to organise co-curricular activities): বর্তমানে শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। এজন্য পাঠক্রমিক কার্যাবলির পাশাপাশি শিক্ষালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সুষ্ঠু আয়োজন প্রয়োজন। শিক্ষকমহাশয় যদি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি আয়োজনে ও পরিচালনায় দক্ষ হন, তাহলে

বৌদ্ধিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীর দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি সকল দিকের বিকাশসাধন হয়। ফলে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

15. গবেষণামূলক মনোভাব (Research oriented mind): পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগতেও নিত্যনতুন বিষয় সংযোজিত হচ্ছে; তাই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষকেরও উচিত নতুন নতুন জ্ঞান উন্মোচন করা। এজন্যই একজন আদর্শ শিক্ষক গবেষণাধর্মী মনের অধিকারী হবেন। আবিষ্কৃত জ্ঞানের মধ্যে সন্তুষ্ট না হয়ে একজন আদর্শ শিক্ষকের উচিত অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলি গবেষণার মাধ্যমে সর্বসমক্ষে নিয়ে আসা এবং একাজে তিনি শিক্ষার্থীদেরও অনবরত অনুপ্রেরণা দেবেন।

নাগরিক হিসেবে গুণাবলি (Qualities as a citizen) :

শিক্ষকতার পাশাপাশি শিক্ষকমহাশয়কে সমাজের একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে হয়; তাই তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার নাগরিক গুণাবলির উপস্থিতি থাকা উচিত। যেমন–

1. সমাজসেবামূলক মনোভাব (Social service oriented mind): একজন আদর্শ শিক্ষক শুধুমাত্র নিজেকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না। বরং বৃহত্তর সমাজের প্রতিও তাঁর দায়িত্ব পালন করা উচিত। এজন্য তিনি সমাজসেবামূলক আদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন সমাজসেবামূলক প্রকল্পে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। একইসঙ্গে শিক্ষকতাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে সমাজসেবার একটি ক্ষেত্র হিসেবে মনে করবেন।

2. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Obedience to the state): একজন আদর্শ শিক্ষক সর্বদা রাষ্ট্রের উন্নয়ন চিন্তা করবেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন করবেন। তিনি কখনও রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কর্মসম্পাদন করবেন না। 10

3. নাগরিকের দায়িত্ব পালন (Observation of duties as citizen): শিক্ষক মহাশয় শিক্ষণ-শিখন কার্য পরিচালনার পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব সততার সঙ্গে ধৈর্য সহকারে এবং নিষ্ঠাভাবে পালন করবেন। তিনি নিজেই শুধু সুনাগরিক হবেন না, শিক্ষার্থীদেরও সুনাগরিক করে তুলবেন।

উপরিউক্ত তিন ধরনের গুণাবলির উপযুক্ত ও কাম্য সমন্বয়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষক মহাশয় আদর্শ শিক্ষকে পরিণত হতে পারেন।